

পৃথিবী কি ধ্বংসের পথে?

পরিমল পাত্র



গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

পৃথিবী : সেকাল ও একাল

আমাদের পৃথিবীটা বুড়ো হয়ে গেছে!

তোমরা বলবে, কী করে বুঝলাম?

তোমরাই বলো, কোনো মানুষের যদি মাথাভরতি টাক পড়ে আর চুল ধূসর হয়ে যায়, তবে সে কি বুড়ো নয়?

আমাদের এই পৃথিবীরও সেই দশা হয়েছে! এক সময় পৃথিবীর বুকে যে বিশাল বিশাল অরণ্য শোভা পেত—পৃথিবীর রূপলাবণ্য প্রকাশ করত, আজ তা বিলুপ্ত হতে চলেছে! গাছ কেটে বন নির্মূল করতে করতে আজ পৃথিবী রুক্ষ হয়ে উঠছে। তার সবুজ-শ্যামল অরণ্যানি ধূসর হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ দূষণের প্রকোপে। কোটি কোটি যানবাহনের বিষাক্ত, ধোঁয়া, কল-কারখানার বিষবাস্প—সব মিলিয়ে চলেছে পরিবেশ দূষণের মহোৎসব। যার ফলে পৃথিবীর অবশিষ্ট সবুজও ধ্বংস হতে চলেছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। আরও চারশো কোটি বছর তা টিকে থাকবে। কিন্তু যে ব্যাপক হারে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তাতে সেই ধারণায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পৃথিবী আজ বুড়ো হয়ে গেছে। তার পরমায়ু প্রায় শেষ। এখন সে মূর্খু রোগীর মতো প্রহর গুনছে। সেই বুড়ো পৃথিবীর কথাই আজ তোমাদের বলব।



পরিবেশ দূষণের মহোৎসব চলেছে। বৈকাল হ্রদের ধারে স্থাপিত এই কাগজের কারখানা থেকে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিষবাস্প। এ নিয়ে রাশিয়াতে খুব হই-চই হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে।

পৃথিবী কি ধ্বংসের পথে? ১৫

ব্রাহ্মণ্ড সৃষ্টি হল কীভাবে

সৃষ্টির আগে বিশ্বচরাচর ছিল শক্তিতে পরিপূর্ণ। এই শক্তির যে কী স্বরূপ তা কল্পনাও করা যায় না। বায়ু নেই। কোনো পদার্থই নেই। আছে কেবল প্রচণ্ড শক্তি। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার কোটি বছর আগে এই বিপুল শক্তির কোনো স্থানের এক বিন্দুতে ঘটে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আর তার ফলেই সৃষ্টি হল ব্রহ্মাণ্ডের! এই বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলে বিগ বাং বা মহাবিস্ফোরণ।



বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলছেন, পদার্থ ও শক্তি আলাদা সত্ত্বা নয়। পদার্থ থেকেই শক্তি পাওয়া যায়। কোনো পদার্থকণিকার গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের সমান বা তার কাছাকাছি হয় তবে

৬ ॥ পৃথিবী কি ধ্বংসের পথে?

ওই বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, পদার্থ থেকে শক্তি পাওয়া যায়। তেমনি শক্তি থেকেও পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। এই ঘটনাই ঘটেছিল মহাবিস্ফোরণের পর, ব্রাহ্মণ্ড সৃষ্টির সময়।

মহাবিস্ফোরণের ধাক্কায় ঘনীভূত শক্তিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই চাপেই শক্তি পদার্থের আদি কণায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। পদার্থের আদি কণা বলতে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতি কণা বোঝায়। যাদের দ্বারা যাবতীয় পদার্থ বা বস্তু গঠিত।

সে যাই হোক, মহাবিস্ফোরণের পর গঠিত কণাপুঞ্জ প্রচণ্ড গতিতে চারিদিকে ছিটকে পড়ল। কণাপুঞ্জ সৃষ্টি করল ঘন মেঘ। মহাকর্ষের সূত্র অনুযায়ী কণাপুঞ্জের এক এক অংশ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তার ফলে কণাপুঞ্জ অতিক্রম পিণ্ডের আকার ধারণ করল। এক এক অংশ ঘনীভূত হল। পিণ্ডের আকারে তা ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল।

এর পর ধনাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত কণা প্রোটন ও ঋণাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রন পরস্পরকে আকর্ষণ করে নিস্তড়িৎ হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হল। সৃষ্টি হল পদার্থের পরমাণু বা পদার্থ। রূপান্তরের মাধ্যমে এভাবে সৃষ্টি হল হিলিয়ামের মতো অনেক হালকা পরমাণু।

এ ভাবে যে পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি হল তা প্রায় গোল আকার ধারণ করে ভেসে চলল। তার মধ্যে প্রতিনিয়ত পরমাণুর রূপান্তর ঘটছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি—তাপ ও আলোক। এই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডগুলিই হল নক্ষত্র। এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ। এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জে নক্ষত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জেরই নগণ্য একটি নক্ষত্র হল আমাদের সূর্য।

নক্ষত্র হল প্রচণ্ড শক্তির উৎস। কেননা প্রত্যেকটি নক্ষত্রের মধ্যেই তার ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক যেমনটি হচ্ছে আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে।

